

## সূরা ৭৪ : মুদ্দাস্‌সির, মাক্কী

## ৭৪ - سورة المدثر مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৬, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ৫৬, رُكُوعَاتُهَا : ২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। হে বজ্রাচ্ছাদিত!	۱. يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
২। উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর।	۲. قُمْ فَأَنْذِرْ
৩। এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।	۳. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
৪। তোমার পরিচ্ছদ পরিস্কার রাখ।	۴. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ
৫। অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।	۵. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা।	۶. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ
৭। এবং তোমার রবের উদ্দেশে ধৈর্য ধর।	۷. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ
৮। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে -	۸. فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ
৯। সেদিন হবে এক সংকটের দিন -	۹. فَذَٰلِكَ يَوْمَ يَمِيزُ الْغَيْبُ
১০। যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়।	۱۰. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

## সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা ছিল ‘পড়’

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু সালামাহকে (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ায় যে দীর্ঘ বিরতি ঘটেছিল সেই সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন : ‘একদা আমি চলতে রয়েছি, হঠাৎ আকাশের দিক হতে একটা শব্দ শুনতে পেলাম! চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে, হেরা পর্বতের গুহায় যে মালাক/ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে রয়েছেন। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য (ভয়ে) দ্রুত চলতে থাকি, কিন্তু মাটিতে পড়ে যাই। এর পর বাড়ী এসেই বললাম : আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দাও। আমার কথামত বাড়ীর লোকেরা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন **أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** হতে **فَإَنْذِرْ** পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।’ (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১, মুসলিম ১/১৪৩)

এটি সহীহ বুখারীর শব্দ এবং এই হিসাবই রক্ষিত আছে। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, এর পূর্বেও কোন অহী এসেছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিটি বিদ্যমান রয়েছে : ‘ইনি ঐ মালাক/ফেরেশতা যিনি হেরা পর্বতের গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন।’ অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ), যিনি তাঁকে সূরা আলাকের নিম্নের আয়াতগুলি গুহার মধ্যে পাঠ করিয়েছিলেন :

**اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ**

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ কর : আর তোমার রাব্ব মহা মহিমামণ্ডিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। (সূরা আ’লাক, ৯৬ : ১-৫)

এরপর কিছু দিনের জন্য তাঁর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন তাঁর যাতায়াত আবার শুরু হয় তখন প্রথম অহী ছিল সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলি। ইমাম আহমাদ (রহঃ), আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বলেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমার কাছে কিছু দিন অহী আসা বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি যখন হেটে যাচ্ছিলাম তখন আকাশে

একটি শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকালাম এবং ঐ মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার কাছে পূর্বে এসেছিলেন। তিনি একটি চেয়ারে বসা ছিলেন যা ছিল আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। আমি তার থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একটু পরেই আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে এলাম এবং তাদেরকে বললাম : আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! তখন তারা আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করল। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبِّكَ فَكْبِرْ. وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** এ আয়াতগুলি নাযিল করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদীসটি যুহরীর (রহঃ) বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ৩/৩২৫, ফাতহুল বারী ১/৩৭, মুসলিম ১/১৪৩)

ইমাম তাবারানী (রহঃ) ইবন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ ইবন মুগীরাহ কুরাইশদের জন্য একটি খাবারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করে : ‘এই লোকটি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের কার কি মতামত রয়েছে? কেহ বলল যে, তিনি যাদুকর। তখন অন্যরা বলল : না, তিনি যাদুকর নন। কেহ বলল : তিনি গণক। আবার অন্যরা বলল : না, তিনি গণকও নন। কেহ তাঁকে কবি বলে মন্তব্য করল। কিন্তু অন্যরা বলল যে, তিনি কবিও নন। তাদের কেহ কেহ এই মন্তব্য করল যে, তিনি যাদু শিক্ষা করেছেন। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, তিনি ঐ যাদু শিক্ষা লাভ করেছেন যা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখ পেলেন এবং তিনি কাপড় দ্বারা তাঁর মাথা ঢেকে নেন এবং সমস্ত শরীরকেও বস্ত্রাবৃত করেন। ঐ সময় আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন :

**يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبِّكَ فَكْبِرْ. وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ** (তাবারানী ১১/১২৫) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং জনগণকে আমার সন্তা হতে, জাহান্নাম হতে এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন কর।

প্রথম অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী রূপে মনোনীত করা হয়েছে। আর এই অহী দ্বারা তাঁকে রাসূল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর বলেন :

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর অর্থ হচ্ছে, তুমি যে পোষাক পরিধান করছ তা যেন অবৈধ আয়ের অর্থে ক্রয় করা না হয়।

কেহ কেহ এ অর্থ করেছেন যে, এর অর্থ হল অবাধ্যতার লক্ষণ হিসাবে পোষাক পরিধান করনা। (তাবারী ২৪/১১) মুহাম্মাদ ইব্ন শীরীন (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে পানি দ্বারা তোমার কাপড় পরিষ্কার কর। (তাবারী ২৪/১১) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তিপূজকরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতনা, তাই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেন যে, তিনি যেন নিজেকে এবং পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/১২)

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : নিজের অন্তরকে ও নিয়াতকে পরিষ্কার রাখ। মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব কারায়ী (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : তোমার চরিত্রকে ভাল ও সুন্দর কর। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : প্রতিমা বা মূর্তি হতে দূরে থাক। (তাবারী ২৪/১৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) বলেন যে, رُجْز এর অর্থ হল প্রতিমা বা মূর্তি। (তাবারী ২৪/১৩) ইবরাহীম (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে নাফরমানী পরিত্যাগ কর। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে নাবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করা। আল্লাহতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ১) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ  
الْمُفْسِدِينَ

মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল : আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪২) এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরও অধিক পাওয়ার আশায় তুমি দান করা। খুসাইফ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : কল্যাণ প্রার্থনার আধিক্য দ্বারা দুর্বলতা প্রকাশ করা। (তাবারী ২৪/১৬) মহান আল্লাহ এরপর বলেন :

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ তোমার রবের উদ্দেশে ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ হতে তোমাকে যে কষ্ট দেয়া হয় তাতে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ধৈর্য অবলম্বন কর। (তাবারী ২৪/১৬) এটি মুজাহিদের (রহঃ) ভাষ্য। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর খুশির জন্য তুমি যে দান করেছ সেই জন্য ধৈর্য ধারণ কর। (বাগাবী ৪/৪১৪)

## বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) শা'বি (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ বলেন যে, نَافُور শব্দ দ্বারা সূর বা শিংগাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল শিং-এর আকার বিশিষ্ট। (তাবারী ২৪/১৮) ইব্ন হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবু সাঈদ আল আশায় (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন, আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ)

তাদেরকে মুতাররিফ (রহঃ) হতে, তিনি আতিয়িয়া আল আউফী (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : ‘আমি কি করে শান্তিতে থাকতে পারি? অথচ শিংগাধারণকারী মালাক/ফেরেশতা নিজের মুখে শিংগা ধরে রেখেছেন এবং ললাট ঝুকিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন হুকুম হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন।’ সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমাদেরকে আপনি কি করতে উপদেশ দিচ্ছেন?’ জবাবে তিনি বলেন : ‘তোমরা নিম্নের কালেমাটি বলতে থাকবে :

**حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا**

‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করি।’ (আহমাদ ৩২৬)

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন হবে এক সংকটের দিন অর্থাৎ কঠিন দিন, যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

**يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ**

কাফিরেরা বলবে : কঠিন এই দিন। (সূরা কামার, ৫৪ : ৮)

বর্ণিত আছে যে, যারারাহ ইব্ন আওফা (রহঃ) বসরার কাযী ছিলেন। একদা তিনি তাঁর মুজাদীদদেরকে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন এবং সালাতে তিনি এই সূরাটিই তিলাওয়াত করছিলেন। পড়তে পড়তে যখন তিনি **فَإِذَا نُقِرَ** এই আয়াত **فِي النَّاقُورِ** **فَذَلِكَ يَوْمٌ مِّنْ يَّوْمٍ عَسِيرٍ** **عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ** পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হঠাৎ তিনি ভীষণ জোরে চীৎকার করে ওঠেন এবং সাথে সাথে মাটিতে পড়ে যান। দেখা গেল যে, তার প্রাণ তার দেহ-পিঞ্জির থেকে বেরিয়ে গেছে! আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত নাযিল করুন! (হাকিম ২/৫০৭)

১১। আমাকে ছেড়ে দাও  
এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি  
করেছি অসাধারণ করে।

১১. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

১২। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ।	۱۲. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا
১৩। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ।	۱۳. وَبَنِينَ شُهُودًا
১৪। এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ।	۱۴. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا
১৫। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই।	۱۵. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
১৬। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।	۱۶. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيَّتِنَا عَنِيدًا
১৭। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।	۱۷. سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا
১৮। সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।	۱۸. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ
১৯। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল!	۱۹. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
২০। আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল!	۲۰. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
২১। সে আবার চেয়ে দেখল।	۲۱. ثُمَّ نَظَرَ
২২। অতঃপর সে দ্রুত কুণ্ঠিত করল ও মুখ বিকৃত করল।	۲۲. ثُمَّ عَبَسَ وَسَرَ

২৩। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল।	২৩. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ
২৪। এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।	২৪. فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ
২৫। এটাতো মানুষের কথা।	২৫. إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
২৬। আমি তাকে নিষ্ক্ষেপ করব সাকার-এ।	২৬. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ
২৭। তুমি কি জান সাকার কি?	২৭. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ
২৮। উহা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা।	২৮. لَا تُبْقَى وَلَا تَذَرُ
২৯। ইহাতো গাত্রচর্ম দক্ষ করবে।	২৯. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ
৩০। উহার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী।	৩০. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

### যারা কুরআনকে যাদু বলে তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাঁর ঐ সমস্ত অবাধ্য বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন, যাদেরকে তিনি দুনিয়ায় অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহর নি'আমাতসমূহের শোকর গুজারী করছেননা, বরং তারা অবিশ্বাসীদের সাথে ভালবাসা ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এবং আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং দাবী করছে যে, উহা মানুষের রচিত বাক্য। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন :



ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا সে একাকী মায়ের পেট হতে বের হয়েছে। তার না ছিল কোন ধন-সম্পদ এবং না ছিল কোন সন্তান-সন্ততি। সঙ্গে তার কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদশালী বানিয়েছেন। তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। কেহ কেহ বলেন যে, হাজার দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা, কারও কারও মতে লক্ষ দীনার, আবার কেহ কেহ বলেন যে, জমি-জমা ইত্যাদি দান করেছেন। তাকে অনেক সন্তান দান করা হয়েছিল। সুদী (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ) এবং আসীম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, তারা ছিল তেরোটি সন্তান। (দুররুল মানসুর ৮/৩২৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে দশটি সন্তান দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ২৪/২১) তারা সবাই তার পাশে বসে থাকত। চাকর-বাকর, দাস-দাসী তার জন্য কাজ-কর্ম করত এবং সে আনন্দ-স্বর্গী করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবন যাপন করত। মোট কথা, তার ধন-দৌলত, দাস-দাসী এবং আরাম-আয়েশ সব কিছুই বিদ্যমান ছিল। তবুও প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ হতনা। সে আরও বেশি কামনা করত। মহান আল্লাহ বলেন :

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا এখন কিন্তু আর এরূপ হবেনা। সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। অর্থাৎ সে জ্ঞান লাভের পরেও আমার নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'সাউদ' হল জাহান্নামের এক কংকরময় ভূমির নাম, যার উপর দিয়ে কাফিরকে মুখের ভরে টেনে আনা হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৩৩১) সুদী (রহঃ) বলেন যে, সাউদ হল জাহান্নামের এক শক্ত পিচ্ছিল পাথর যার উপর জাহান্নামীকে বেয়ে উঠতে বাধ্য করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের ভাবার্থ হল : আমি তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করব। (তাবারী ২৪/২৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এমন শাস্তি যা হতে কখনও বিরতি লাভ করা যাবেনা। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ আমি তাকে এই কষ্ট ও শাস্তির নিকটবর্তী এ জন্যই করেছি যে, সে ঈমান হতে বহু দূরে ছিল এবং চিন্তা-ভাবনা করে এটা স্থির করে নিচ্ছিল যে, কুরআন কারীম সম্পর্কে সে একটা মন্তব্য করবে!

অতঃপর তার উপর দুঃখ প্রকাশ করে বলা হচ্ছে : অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! সে কতই না জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে! সে

কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে! বারবার চিন্তা-ভাবনা করার পর ঈকুণ্ঠ করেছ ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর সে পিছন ফিরেছে ও দম্ভ প্রকাশ করেছে। তারপর ঘোষণা করেছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পূর্ববর্তী লোকদের যাদুমন্ত্র বর্ণনা করেছে এবং ওটাই মানুষকে শোনাচ্ছে। সে বলছে : এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটাতো মানুষেরই কথা।

যার কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম হল ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা মাখযুমী, যে কুরাইশদের নেতা ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঘটনাটি হল : একদা এই অপবিত্র ওয়ালীদ আবু বাকরের (রাঃ) কাছে এলো এবং তাঁর নিকট হতে কুরআনুল হাকীমের কিছু অংশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আবু বাকর (রাঃ) তখন তাকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন। এতে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ওখান থেকে বের হয়ে সে কুরাইশদের সমাবেশে গিয়ে হাযির হল এবং বলতে লাগল : ‘হে জনমন্ডলী! বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন পাঠ করে থাকেন, আল্লাহর শপথ! ওটা কবিতাও নয়, যাদু-মন্ত্রও নয় এবং পাগলের কথাও নয়। বরং খাস আল্লাহর কথা! এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।’ কুরাইশরা তার এ কথা শুনে নিজেদের মধ্যে প্রমাদ গুণতে থাকে এবং বলে : ‘এ যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে কুরাইশদের একজনও মুসলিম হতে বাকী থাকবেনা।’ আবু জাহল খবর পেয়ে বলল : ‘তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়োনা। দেখ, আমি কৌশলে তাকে ইসলাম হতে বিমুখ করে দিচ্ছি।’ এ কথা বলে সে মাথায় এক বুদ্ধি এঁটে নিয়ে ওয়ালীদের বাড়ীতে গেল এবং তাকে বলল : ‘আপনার কাওম আপনার জন্য চাঁদা ধরে বহু অর্থ জমা করেছে এবং ওগুলো তারা আপনাকে দান করতে চায়।’ এ কথা শুনে ওয়ালীদ বলল : তাদের চাঁদা ও দানের আমার কি প্রয়োজন? সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। আমার সন্তান-সন্ততিও বহু রয়েছে।’ আবু জাহল বলল : ‘হ্যাঁ, তা ঠিক বটে। কিন্তু লোকদের মধ্যে এই আলোচনা চলছে যে, আপনি যে আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাতায়াত করছেন তা শুধু কিছু লাভের আশায়।’ এ কথা শুনে ওয়ালীদ বলল : ‘আমার বংশের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যে এসব গুজব রটেছে তাতো আমার মোটেই জানা ছিলনা? আচ্ছা, এখন আমি শপথ করে বলছি যে, আর কখনও আমি আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলে তাতো লোক পরস্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয়।’ এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর **وَحِيدًا** হতে **ذَرْنِي** হতে **تَذَرُ** وَلَا تُبْقِي পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৪/২৪, হাকিম ২/৫০৭, বাইহাকী ২/১৯৮, ১৯৯)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ওয়ালীদ কুরআন কারীম সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল : ‘কুরআনের ব্যাপারে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, ওটা কবিতা নয়, ওতে মধুরতা রয়েছে, ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এটা বিজয়ী, বিজিত নয়। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা যাদু।’ এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাছ বলেন :

**فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ**

অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ : ১৬) তিনি আরও বলেন :

**ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ**

অতঃপর সে ক্রুদ্ধ হইল ও মুখ বিকৃত করল। (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ : ২২) (তাবারী ২৪/২৫) আল্লাহ বলেন :

**سَأَصْلِيهِ سَقَرَ** আমি তার চতুর্দিক ‘সাকার’ দ্বারা গ্রাস করাব। এই আয়াতটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হল বান্দাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়া এবং বিষয়টি যে অবশ্যম্ভাবি তা বুঝিয়ে দেয়া। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাছ বলেন, **وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ** ঐ সাকারে পতিত ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে এতটুকু ছাড় দেয়া হবেনা এবং অবসরও দেয়া হবেনা। এরপর আল্লাহ তার শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন :

**لَوْ أَحَاةَ لِلْبَشَرِ** আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দিব যা অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তির আগুন যা গোশত, অস্থি, চর্ম সবই খেয়ে ফেলবে। আবার এগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং পুনরায় জ্বালিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং এ শাস্তি না তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে, আর না মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে। অতঃপর বলা হয়েছে : **عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ** এই জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে রয়েছে

উনিশ জন প্রহরী। তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়। তাদের অন্তরে দয়ার লেশমাত্র থাকবেনা।

৩১। আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবে : আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

۳۱. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا ۖ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۚ

৩২। কক্ষনো না, চন্দ্রের শপথ!

۳۲. كَلَّا وَالْقَمَرَ

৩৩। শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে।

۳۳. وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ

৩৪। শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল।	۳۴. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ
৩৫। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম।	۳۵. إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ
৩৬। মানুষের জন্য সতর্ককারী।	۳۶. نَذِيرًا لِلْبَشَرِ
৩৭। তোমাদের মধ্যে যে অগ্নিস্বর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্য।	۳۷. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

### জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً শাস্তির কাজের উপর এবং জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি মালাইকাকে নিযুক্ত করেছি, যারা নির্দয় ও কঠোর ভাষী। এ কথার দ্বারা কুরাইশদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। যখন জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তখন আবু জাহল বলে : ‘হে কুরাইশদের দল! তোমাদের দশ জন কি তাদের এক জনের উপর জয় লাভ করতে পারবেনা?’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন : আমি জাহান্নামের প্রহরী করেছি মালাইকাকে। তারা মানুষ নয়। সুতরাং তাদেরকে পরাজিত করাও যাবেনা এবং ক্লান্ত করাও যাবেনা।

এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল আশদাইন, যার নাম ছিল কালদাহ ইব্ন উসায়দ ইব্ন খালফ, বলে : ‘হে কুরাইশদের দল! তোমরা (জাহান্নামের উনিশ জন প্রহরীদের) দু’জনকে প্রতিহত কর, বাকী সতেরো জনকে প্রতিহত করার জন্য আমি একাই যথেষ্ট।’ সে ছিল বড় আত্মগব্বী এবং সে খুব শক্তিশালীও ছিল। তার শক্তি এত বেশি ছিল যে, সে যদি একটি গরুর চামড়ার উপর দাঁড়াত এবং দশজন লোক তার পায়ের নীচ হতে ঐ চামড়াকে বের করার জন্য জোরে টান দিত তাহলে চামড়া ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেত, তথাপি তার পায়ের নিচ থেকে চামড়া সরানো যেতনা। এরপর আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا এই সংখ্যার উল্লেখ পরীক্ষা স্বরূপই ছিল। এক দিকে কাফিরদের কুফরীর দরজা খুলে যায় এবং অপর দিকে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সত্য। কেননা তাদের কিতাবেও এই সংখ্যাই ছিল। তৃতীয়তঃ এর ফলে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। মু'মিন ও কিতাবীদের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং কাফিরেরা বলে উঠল : আল্লাহ তা'আলা এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এখানে এটা উল্লেখ করার মধ্যে কি হিকমাত রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এ ধরনের কথা দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। আল্লাহর এ সমুদয় কাজই হিকমাত ও রহস্যে পরিপূর্ণ।

## আল্লাহ ছাড়া তাঁর বাহিনী সম্পর্কে অন্য কারও জ্ঞান নেই

মহান আল্লাহ বলেন : وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ওয়াকিফহাল। তাদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যার আধিক্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে। এটা মনে করনা যে, তাদের সংখ্যা মাত্র উনিশই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মি'রাজ সম্বলিত হাদীসে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মা'মুরের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : 'ওটা সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে। ওর মধ্যে প্রত্যহ পালাক্রমে সত্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা প্রবেশ করে থাকেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে তাঁরা তাতে প্রবেশ করতেই থাকবেন। কিন্তু মালাইকার সংখ্যা এত অধিক যে, একদিন যে সত্তর হাজার মালাইকা ঐ বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁদের আর ওর মধ্যে প্রবেশ করার পালা আসবেনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৪৬) এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ জাহান্নামের এই বর্ণনাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা চন্দ্রের অবসান ঘটা রাতের এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাতকালের শপথ করে বলেন : এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। এর দ্বারা যে জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে তা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং পূর্ব যুগীয় আরও বহু মনীষীর উক্তি। মহান আল্লাহ বলেন :

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ এটা মানুষের জন্য সতর্ককারী বাণী, তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, তার জন্য। অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে এই সতর্ক বাণীকে কবুল করে নিয়ে সত্যের পথে এসে যাবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে এর পরেও এটা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে থাকবে, এখান হতে দূরে সরে থাকবে এবং এটাকে প্রতিরোধ করতে থাকবে।

৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।	۳۸. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
৩৯। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়।	۳۹. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
৪০। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে -	۴۰. فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ
৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে,	۴۱. عَنِ الْمُجْرِمِينَ
৪২। তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে?	۴۲. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ
৪৩। তারা বলবে : আমরা সালাত আদায় করতামনা -	۴۳. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
৪৪। আমরা অভাবগ্রস্তকে আহাৰ্য দান করতামনা,	۴۴. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ
৪৫। এবং আমরা আলোচনা-কারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম,	۴۵. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
৪৬। আমরা কর্মফল দিন অস্বীকার করতাম,	۴۶. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
৪৭। আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।	۴۷. حَتَّى أَتَنَا الْيَقِينُ

৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা।	<p>٤٨. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ</p>
৪৯। তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?	<p>٤٩. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ</p>
৫০। তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ,	<p>٥٠. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ</p>
৫১। যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।	<p>٥١. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ</p>
৫২। বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রহ দেয়া হোক।	<p>٥٢. بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّثْنَرَةً</p>
৫৩। না ইহা হবার নয়, বরং তারাতো আখিরাতের ভয় পোষণ করেনা।	<p>٥٣. كَلَّا بَلْ لَا تَخَافُونَ الْآخِرَةَ</p>
৫৪। কখনও না, এটাতো উপদেশ মাত্র।	<p>٥٤. كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ</p>
৫৫। অতএব যার ইচ্ছা সে ইহা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।	<p>٥٥. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ</p>
৫৬। আব্বাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।	<p>٥٦. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْغَفْرِ</p>



## জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ** কিয়ামাতের দিন প্রত্যেককেই তার আমলের উপর পাকড়াও করা হবে। কিন্তু যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা জান্নাতের বাগানে শান্তিতে বসে থাকবে। তারা জাহান্নামীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির মধ্যে দেখে তাদেরকে বলবে : **قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ** তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা উত্তরে বলবে : **وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ** আমরা আমাদের রবের ইবাদাত করিনি এবং তাঁর সৃষ্টজীবের সাথে সদ্ব্যবহার করিনি, গরীব মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করিনি। অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের মনে যা এসেছে তাই বলেছি। যেখানেই কেহকেও ভ্রান্ত পথে চলতে দেখেছি সেখানেই আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি এবং কিয়ামাতকেও অস্বীকার করেছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। এখানে **يَقِين** দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের আয়াতেও মৃত্যু অর্থে **يَقِين** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে :

**وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**

আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯৯) উসমান ইব্ন মাযউনের (রাঃ) মৃত্যু সম্পর্কীয় হাদীসেও **يَقِين** শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

**فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ**

‘তার রবের পক্ষ হতে তার নিকট মৃত্যু এসে গেছে।’ (বাইহাকী ৩/৪০৬) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

**فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ** সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা। কেননা শাফাআতের যোগ্যতর ব্যক্তির ব্যাপারেই শুধু শাফাআত ফলদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু যার প্রাণ কুফরীর উপরই বের হয়েছে তার জন্য সুপারিশ কি করে ফলদায়ক হতে পারে? সে চিরতরে হাবিয়াহ জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

## কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন : **فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ** : তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেন ভীত-সম্ভ্রান্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, তারা সত্য ধর্ম থেকে এমনভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেন কোন বন্য বানরকে বনের কোন হিংস্র সিংহ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। (তাবারী ২৪/৪২) হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) আলী ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইউসুফ ইব্ন মিহরান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আরাবীতে **فَسُورَةٌ** (কাসওয়ারাহ) শব্দের অর্থ হচ্ছে সিংহ। আবিসিনিয়ান ভাষায়ও একে ‘কাসওয়ারাহ’ বলা হয়। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয় ‘শের’ এবং নাবতিয়াহ ভাষায় বলা হয় ‘আওবা’। (তাবারী ২৪/৪২)

ফারসী ভাষায় যাকে **شِير** বলে, আরাবী ভাষায় তাকে **أَسَد** বা সিংহ বলে।

আর হাবশী ভাষায় তাকে **فَسُورَةٌ** বলা হয়। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

**بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مِّنْشَرَةً** বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এর অর্থ করেছেন : মূর্তিপূজক কাফিরেরা চাচ্ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন কুরআন প্রদান করা হয়েছে, তাদেরকেও যেন অনুরূপ কিতাব প্রদান করা হয়। (কুরতুবী ১৯/৯০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

**وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ**

তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে : আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা, রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১২৪)

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ এও হতে পারে : তারা চায় যে, তাদেরকে বিনা আমলেই ছেড়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/৪৩)

## কুরআন হল সবার জন্য উপদেশ ও সতর্ক বাণী

মহান আল্লাহ বলেন : **كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ** প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আখিরাতেই ভয় পোষণ করেন। কারণ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এ বিশ্বাসই তাদের নেই। সুতরাং যেটাকে তারা বিশ্বাসই করেনা সেটাকে ভয় করবে কি করে?

মহান আল্লাহ বলেন : প্রকৃত কথা এই যে, কুরআনই হল সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

**وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ**

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৩০, ৮১ : ২৯) অর্থাৎ তোমাদের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : একমাত্র তিনিই (আল্লাহই) ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। **هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ** কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে ভয় করতে হবে এবং যে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার একমাত্র তিনিই মালিক। (তাবারী)

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ** এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'একমাত্র আমিই ভয়ের যোগ্য, সুতরাং একমাত্র আমাকেই ভয় করতে হবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করা চলবেনা। (তাবারী ২৪/৪৪) যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা হতে বেঁচে গেল সে আমার ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে গেল।'

সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর তাফসীর সমাপ্ত।